সংবাদ

তারিখ ... 15 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ .....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় কেন্দ্রগুলো সরিয়ে নেয়া হচ্ছে

কেউ কেউ বাড়িঘরে ফিরছে

পার্বত্য অঞ্চল প্রতিনিধি

পাহাড়ধসের ঘটনায় রাঙ্গামাটি শহরের আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া কিছু কিছু পরিবার নিজ নিজ বসতভিটায় ফিরতে শুরু করেছে। অন্যদিকে প্রশাসন বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি ও যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় শিবির প্রতিষ্ঠা করেছিল সেগুলোর পরিবর্তে অন্যান্য স্থানে আশ্রিতদের সরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জানা যায়, পাহাড়ধসের ঘটনার পর রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি ভবনের ১৯টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়। এসব কেন্দ্রে মোট ৩ হাজার ২শ লোক আশ্রয় নেন। এসব কেন্দ্রে আশ্রিতদের সকালের নাস্তা ও দুবেলা খাবারসহ ত্রাণসামগ্রী সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। গতকাল রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ ও বিএডিসি ভবন আশ্রয় কেন্দ্রে ঘুরে দেখা গেছে, কিছু কিছু আশ্রিত পরিবার নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেছে। এর মধ্যে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা ৮১ পরিবারের মধ্যে ৩৬ পরিবার এবং বিএনডিসি ভবনে আশ্রিত ৭২ পরিবারের মধ্যে ৪ পরিবার তাদের নিজ নিজ বসতভিটায় ফিরেছে।

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ আশ্রয় কেন্দ্রের টিম লিডার মো. ছগির হোসেন জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যারা ফিরে গেছেন তারা তাদের বাড়িঘরে ফেলা আসা জিনিসপত্রের পাশাপাশি হাঁস-মুরগির তত্ত্বাবধানের জন্য ফিরে গেছে। বিএনডিসি ভবনে আশ্রিত টিম লিডার শেখ শুক্কর জানান, তার আশ্রয় কেন্দ্র ৪ পরিবার বসতভিটায়

রাঙ্গামাটি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

রাঙ্গামাটি : পাহাড়ধস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চলে গেছে। এদিকে গতকাল জেলা প্রশাসন কার্যালয় চত্বরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মানজারুল মান্নানের সভাপতিত্বে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা সিভিল সার্জন ডা. কহীদ তালুকদার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শহীদুল্লাহ, রাঙ্গামাটি পৌর মেয়র আকবর হোসেন চৌধুরীসহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় পাহাড়ধসের ঘটনার পর প্রশাসন বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি ও যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় শিবির প্রতিষ্ঠা করেছিল সেগুলোর পরিবর্তে অন্যান্য স্থানে আশ্রিতদের সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেসব নতুন আশ্রয় কেন্দ্র করা হবে তার মধ্যে হলো রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের নতুন নির্মিত ছাত্রাবাস, রাঙ্গামাটি জিমনেসিয়াম ও রাঙ্গামাটি মারী স্টেডিয়ামের ড্রেসিং রুম। এছাড়া পর্যায়ক্রমে আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রিতদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় জেলা প্রশাসক বলেন, দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ আশ্রয় নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটির মতো কেপিআই(কি পয়েন্ট ইন্সটিটিউশন) আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এসব কেন্দ্রে সাধারণ জনগণের চলাচল নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও মানবতার দিক দিয়ে বিবেচনা করে দুর্গতদের আশ্রয় দেয়া হয়েছিল। ভবিষ্যতে নতুন কেন্দ্রে আশ্রিতদের রাখার বিষয় উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এক্ষেত্রে তিনটি পৃথক টিমের যাচাই-বাছাই শেষে যাদের আশ্রয় দেয়ার প্রয়োজন থাকবে তাদের আশ্রয় দেয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কথাটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এতে একটু সময় লাগবে। উল্লেখ্য, গত ১৩ জুন ভারী বর্ষণে পাহাড়ধসে রাঙ্গামাটিতে ৫ সেনা সদস্যসহ ১২০ জনের মৃত্যু হয়। রাঙ্গামাটি শহরের ১৯টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৩ হাজার ২শ নারী-শিশু ও পুরুষ আশ্রয় নিয়েছেন। রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়কে দীর্ঘ এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর হালকা যান চলাচলের জন্য বর্তমানে খুলে দেয়া হয়েছে।